৭ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

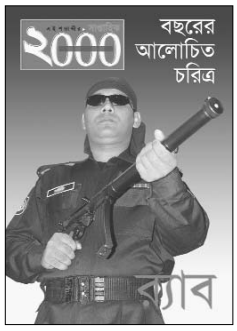

দেশে এখন সবচেয়ে আলোচিত শব্দ 'র‍্যাব'। প্রায় দিনই খবরের শিরোনামে র‍্যাব থাকছে। দেশে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস দমনে এ বাহিনীর সাফল্য জনমনে স্বস্তি এনে দিয়েছে। তবে এ বাহিনীর ক্রসফায়ারনীতি মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে সমালোচিত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, আগে জীবন না মানবাধিকার?

'র‍্যাব' নামক বিশেষ বাহিনীর ধারণার সূত্রপাত 'অপারেশন ক্লিন হার্ট'-এর সময়ে। বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সন্ত্রাস দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও গত আওয়ামী লীগ সরকার আমলের সিন্ডিকেটেড সন্ত্রাস জোট সরকারের আমলে আরো বৃদ্ধি পেয়ে গণসন্ত্রাসে রূপলাভ করে। সন্ত্রাস সম্পর্কে সরকারের উপেক্ষার মনোভাব, বিশেষ করে সে সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর উপহাসমূলক কথাবার্তা জনমনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সংবাদপত্রে প্রতিদিন সন্ত্রাসের খবর প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম হওয়ার কারণে জনমনে এক ধরনের চরম হতাশাবোধও তৈরি হয়। বিদেশী বিনিয়োগকারী দাতা প্রতিষ্ঠানগুলোও সন্ত্রাস দমনের জন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এ অবস্থায় জোট সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সন্ত্রাস দমনে সারা দেশে সেনাবাহিনী নামায়। সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বাধীন পুলিশসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযান চলে দেশজুড়ে। সে অভিযানের নাম দেয়া হয় 'অপারেশন ক্লিন হার্ট'। কিন্তু অচিরেই ঐ সেনা অভিযান জোট সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়।

ফলে সন্ত্রাস দমনে কার্যকর টিম গঠনের লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনী, বেসামরিক নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশের সমন্বয়ে গঠন করা হয় র‍্যাব। র‍্যাব সন্ত্রাস দমনে নেমেই সফলতা পেতে থাকে। সন্ত্রাসের রশি টেনে ধরা সম্ভব হয়। ফলে ক্রমাবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা এখন কিছুটা ভালো। তবে কার্যক্রম নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। র‍্যাব কারা নিয়ন্ত্রণ করে? চট্টগ্রামে র‍্যাবের ক্রসফায়ারে বিএনপি-আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা মারা গেলেও জামায়াতের ধরা পড়া ক্যাডার যাচ্ছে জেলে। দক্ষিণাঞ্চলে র‍্যাবের ক্রসফায়ারে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র নেতা-ক্যাডাররা মারা গেলেও জামায়াতঘেঁষা জনযুদ্ধ রয়েছে বেশ নিরাপদে। অভিযোগ রয়েছে, জনযুদ্ধ র‍্যাবকে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডারদের ধরিয়ে দিতে সহযোগিতা করছে।

সমালোচনা থাকলেও জনগণ র‍্যাবের কার্যক্রমকে ভালো দৃষ্টিতে দেখছে। র‍্যাবের ওপর ভিত্তি করে বিএনপি জোট ঘুরে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাবই এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র।

সরকারকে র‍্যাবের সফলতা ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। র‍্যাবকে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

প্রচ্ছদের ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল, আসাদুর রহমান
সহযোগী প্রতিবেদক
রুহুল তাপস, নোমান মোহাম্মদ
জব্বার হোসেন

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর

বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ যুক্তরাজ্য
নাজমুননেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com